ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে দরদমাখা আহবান

তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও!

দ্বিতীয় পর্ব

‘গণতন্ত্র মুসলিমদের যা ছিনিয়ে নিল…’

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর সমীপে দরদমাখা আহবান

তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হও!

দ্বিতীয় পর্ব

‘গণতন্ত্র মুসলিমদের যা ছিনিয়ে নিল…’

উস্তাদ উসামা মাহমুদ হাফিযাহুল্লাহ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد...

হামদ ও সালাতের পর-

পাকিস্তানে বসবাসরত আমার দ্বীন প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

প্রথম পর্বে আলোচনা করা হয়েছিল যে, বর্তমানে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে (পাকিস্তানে) আল্লাহর দ্বীন চূড়ান্ত সংকটময় অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া এখানকার ধর্মীয় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত আমাদের দ্বীনি ভাইয়েরা ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে বাঁধ হওয়ার পরিবর্তে স্বয়ং তারাই তার স্রোতে ভেসে চলেছেন এবং দ্বীনি রাজনৈতিক দলগুলো বাতিলদের বিজয় ও ক্ষমতায়নকে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জেনে বা না জেনে গ্রহন করে নিয়েছেন। পাশাপাশি এ বিষয়টিও আরজ করেছিলাম যে, এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণগুলো বহিরাগত নয় বরং অভ্যন্তরীণ। বর্তমান পর্বে সেই কারণগুলোর মধ্য থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক কারণ 'গণতন্ত্র' নিয়ে আজ আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

হায় আফসোস! গণতন্ত্রের অনিষ্টতা যদি শুধু এটাই হত যে, এর দ্বারা ইসলামের বিজয় অর্জন করা সম্ভব না, তাহলে এই বিষয় নিয়ে আমরা এত মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়! বরং বাস্তবতা হচ্ছে: গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলাম কখনোই বিজয় লাভ করতে পারবে না।

আর এই বাস্তবতাকে কেবল কোন অন্ধ লোকের পক্ষেই অস্বীকার করা সম্ভব। পাকিস্তান, মিসর, আল-জাযায়ের, তুরস্ক, তিউনিসিয়া প্রভৃতি দেশগুলোই নয় বরং পুরো ইসলামী বিশ্ব এর বাস্তব সাক্ষী। তবে যে কথা বলা প্রয়োজন, অনুভূতি জাগানোর জন্য যে কথা বলা উচিত এবং যার জন্য আমরা আপনাদের নিকট হাত জোড় করে নিবেদন করি; তা হলো- আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা এই পথ(গণতন্ত্র)পরিহার করুন। কেননা, দ্বীনের ধারক-বাহকরা যখন এই পথে পা বাড়ান, তখন দ্বীনকে বিজয়ী করা তো অনেক পরের কথা, স্বয়ং তাদের দ্বীন শংকার মধ্যে পড়ে যায়। এই পথে চলার দ্বারা দ্বীনের উন্নতি সাধন করা তো অসম্ভব, কিন্তু এর দ্বারা স্বয়ং দ্বীনের ধারক-বাহকরা ধর্মহীনতা প্রচার-প্রসারের উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে পরিগণিত হন। তাদের কারণে কাফিরদের শক্তি-সামর্থ বেড়ে যায় এবং অসৎ কর্মকান্ডের উন্নতি সাধিত হয়।

এই গণতান্ত্রিক রাজনীতির শয়তানী দিকটা হলো: শরয়ীভাবে পালনীয় আবশ্যকীয় আমল এবং দ্বীনি দায়িত্ব পালন করাটা তাদের(ধর্মীয় রাজনীতিবিদদের) জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। যা থেকে মুক্ত হতে পারার মধ্যেই দ্বীনের ধারক-বাহকরা তাদের রাজনৈতিক সফলতা দেখতে পায়!

আমার প্রিয় ভাইয়েরা!

বাতিলকে পরিহার করা, বাতিলকে বাতিল বলা এবং বাতিলদের বিরোধিতা করা সেইসাথে অসৎকাজকে প্রকাশ্যভাবে অসৎ বলা, যারা এই সমস্ত অসৎকাজের প্রচার-প্রসার করে,তাদের থেকে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া এবং তাদের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানো এসব কাজ সকল

মুসলমানের উপর শরয়ীভাবে অপরিহার্য। পাশাপাশি তা সকল দ্বীনী জামা'আত প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্যও বটে। কিন্তু আপনি নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির ফলাফল দেখুন। এর পুরো ইতিহাস সাক্ষী যে, গণতন্ত্র কল্যাণ বা অকল্যাণ, সত্য বা মিথ্যা, বন্ধুত্ব বা শত্রুতার মাপকাঠি নয়। বরং গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মাপকাঠি ঠিক করে দেয় স্বার্থ। এ কারণেই দ্বীনের ধারক-বাহকরা যখন এই ময়দানে অবতীর্ণ হন, তখন জুলুম, নির্লজ্জতা, অসৎকাজ এবং কুফরী মতবাদের মত অনিষ্টতা প্রচার-প্রসারকারীদেরকে প্রতিহত করা তো পরের কথা, সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে এ সকল ফ্যাসাদকে ফ্যাসাদ বলে আখ্যায়িত করাটাও তাদের আয়ত্বে থাকে না। বরং এই ফ্যাসাদগুলো রক্ষা করা যেহেতু তাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়, তাই তারা তাদের(অনিষ্টতা প্রচার-প্রসারকারীগণ)কে সন্তুষ্ট রাখা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হিসাবে স্থির করে নেয়।

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আপনারা জানেন যে, ইসলাম ও কুফরের সংঘাত চিরন্তন।

মহার আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا.}(سورة البقرة:217)

"তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দিবে, যদি তারা সক্ষম হয়।"

(সূরা বাকারা-২১৭)

সুতরাং কাফিররা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ সেই সময় পর্যন্ত চালু রাখবে যতক্ষন না তারা মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দিবে। বর্তমানে শুধু আমেরিকা ও পশ্চিমারা নয় বরং সকল কুফর বিশ্ব মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে লিপ্ত আছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, বর্তমানে খৃষ্ট ধর্মের দিকে বা অন্য কোন নতুন ধর্মের দিকে দাওয়াত দেয়া হয় না, বরং সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে এবং বিশেষভাবে দ্বীনি ভাইদেরকে যার দিকে আহবান করে থাকে, তা হলো: গণতন্ত্রের নর্দমাতে প্রবেশ করার দাওয়াত। যখন দ্বীনের ধারক-বাহকদেরকে গণতন্ত্রের নর্দমাতে প্রবেশের করাতে পারবে, তখন-ই কেবল আল্লাহ তা'আলার দুশমন কাফিরদের এই সকল নেতাদের চিত্তের স্থিরতা ফিরে আসে। এ কারণেই তো সকাল-সন্ধ্যা সর্বদা গণতন্ত্রের দিকে কেবল আহবান করা হয়ে থাকে। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেছিলেন যে, আমেরিকার পক্ষ থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য একটিই বার্তা, আর এটার জন্যই সে লড়াই করে; তার একটা হলো: গণতন্ত্র আর অন্যটি হলো: পুঁজিবাদ (সুদী ব্যবস্থাপনা)।

সাম্প্রতিক সময়েও মুজাহিদীনের কাছে বৈশ্বিক কাফিরদের এই একটিই দাবি যে, তোমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহন কর! এক্ষেত্রে তোমরা যে কোনভাবে অংশগ্রহন কর না কেন তাতে কোন সমস্যা নেই। চাই দ্বীনদারির সাথে অংশগ্রহন কর বা বদদ্বীনির সাথে অংশগ্রহন কর। এসব কিছুই মেনে নেয়া হবে। ইসলাম নিয়ে অংশগ্রহন করতে চাও? শরীয়তের কথা বলতে চাও? তাহলেও কোন সমস্যা নেই। তথাপি তোমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহন কর! দাঁড়ি, পাগড়ি, নামায ও রোযা সবকিছুই এখানে পালন করতে পারবে। সুতরাং শুধুমাত্র একবার গণতান্ত্রিক রাজনীতির

ময়দানে অবতীর্ণ হও!... যদি একবার আপনারা এই ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে যান, তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগ-অনুযোগ শেষ হয়ে যাবে। তখন আপনাদের আর কোন ধরণের পেরেশানী থাকবে না। টার্গেটকৃত চিহ্নিত ব্যক্তিদের তালিকা থেকে আপনাদের নাম বাদ দিয়ে দেয়া হবে। জাতিসংঘ কর্তৃক সাহায্যের বন্ধ দরজা আপনাদের জন্য খুলে দেয়া হবে। সর্বোপরি আপনাদের থেকে সব ধরণের বাধ্যবাধকতা তুলে নেয়া হবে। আফগানিস্তান,[1] ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, সোমালিয়া ও মালিসহ সকল স্থানের মুজাহিদীনের দিকে আপনি একটু লক্ষ করুন! তাতে দেখতে পাবেন যে, সকল স্থানের মুজাহিদীনের নিকট তাদের এই একটিই দাবি। (তা হলো-তোমরা গণতন্ত্রে অংশগ্রহন কর।)

---

[1] আফগানিস্তান হলো সেই দেশ, যেখানে আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর রাহিমাহুল্লাহর জিহাদী কাফেলার নাম গত তিন দশক ধরে ইসলামী ইতিহাসের একটি সোনালী অধ্যায় হয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। পাশাপাশি তালেবান মুজাহিদীনরা শরয়ী দাওয়াত ও জিহাদের পথে দ্রুত বিজয় ও সাফল্য লাভে দুর্দান্ত যাত্রা করে চলছেন। অন্যদিকে অতি দুঃখের বিষয়ও বিদ্যমান রয়েছে, তা হলো কিছু মানুষ পদ ও সম্মানের মোহ এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অন্যান্য ব্যাধির কারণে ফরয জিহাদের ক্ষেত্রে দৃঢ়পদ থাকার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং বর্তমানে সেই দূর্ভাগারা গণতন্ত্রের নর্দমাতে পতিত হয়ে আমেরিকার সন্তোষলাভের আশায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসন্তোষ লাভের কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছেন।(প্রকাশ থাকে যে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ ও তাঁর দুশমনের সন্তোষ কোন এক পথে একই সঙ্গে অর্জন করা কখনোই সম্ভব নয়!) গুলবুদ্দীন হেকমতিয়ারে উদাহারণ আপনাদের সামনে রয়েছে। তিনি যখন 'জিহাদী সফর' সমাপ্ত করে আমেরিকান মেড ডেমোক্র্যাটিক সিস্টেমে যোগদান করলেন, তখন কিভাবে আমেরিকার (দখলকৃত) কাবুলে তাকে লাল গালিচায় 'আফগানী' স্বাগতম জানানো হয় এবং কিভাবে আল্লাহর দুশমন কুফরী বিশ্বের সকল নেতারা তাকে " তিনি এখন আমাদের দুশমন নন" মর্মে সনদ প্রদান করেন...মহান আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের সকলের নেক আমলগুলোকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করেন এবং খাতিমা বিল খাইরের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত না করেন। আমীন।

এখন কথা হচ্ছে: এই গণতন্ত্রের মাঝে এমন কি বিষয় আছে? যার কারণে "ইসলামী গণতন্ত্র" এর বৈশ্বিক নেতাকেও বৈশ্বিক কাফিরদের ভাল লাগে, তাকে পছন্দ করে?! মনে করুন এখনকার তথাকথিত ইসলামী গনতন্ত্রে ইসলাম, নিরাপত্তা, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাসহ সকল ধরনের কল্যাণ বিদ্যমান থাকলেও তা কাফিরদের পছন্দের। আফগানিস্তানে ইমারতে ইসলামী বিদ্যমান থাকাবস্থায় এই কল্যাণগুলো বিদ্যমান ছিল, কিন্তু সেখানে গণতন্ত্র ছিল না । তাই কুফফারদের দল এই সকল কল্যাণকে গ্রহন করে নেয় নাই। তাহলে এর মূল কারণ কী, এর নিগুড় রহস্য কী?! যে কারণে আমাদের দ্বীনদার ভাইদের গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও ধর্মহীনদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির মাঝে কোন পার্থক্য বাকি নেই? কি সেই উপাদান?! যার কারণে এই পথে কল্যাণ স্থিমিত হয়ে যায় আর অকল্যাণের শক্তিমত্তা বৃদ্ধি পায়।

মুহতারাম ভাইয়েরা আমার!

তাহলে আপনারা তার প্রকৃত কারণ শুনুন! ইসলাম শক্তি প্রয়োগ করে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদানের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া ইসলামে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ প্রদান করা ফরয। কিন্তু গণতন্ত্রে যেহেতু অসৎকাজ, নোংরাকাজ স্বীয় অবস্থায় বহাল থাকা, তার প্রচার-প্রসার হওয়া, এটা অসৎকাজের গণতান্ত্রিক অধিকার। কেননা, গণতন্ত্রের মৌলিক নীতিই হচ্ছে: Book For Book এবং Tv Channel For Tv Channel অর্থাৎ বইকে তার আপন অবস্থায় এবং টিভি চ্যানেলকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে। তাই এখন যদি কেউ খুব অশ্লীল বই লিখে, তাহলে তাকে লিখতে দাও, এই বইকে প্রচার-প্রসার হতে দাও। যদি তোমার কাছে অশ্লীল মনে হয় তাহলে তুমি এই বই

পড়ো না। তার চেয়েও যদি আরো বেশী খারাপ লাগে, তাহলে তুমি এই বইয়ের পরিবর্তে আরেকটি ভাল বই লিখে ফেল। অথবা ধরুন: কেউ খুব অশ্লীল টিভি চ্যানেল খুলল, যেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ের অশ্লীল দৃশ্য দেখানো হয় বা তাতে কুফরী মতবাদ ছড়ানো হয়, তাহলে তাতেও কোন সমস্যা নেই। আপনি সেই চ্যানেল দেখবেন না, এটা ছাড়া অন্যান্য চ্যানেল তো আরো অনেক আছে, আপনি সেগুলোর মধ্য থেকে ভালো চ্যানেলগুলো দেখুন। এরপরেও যদি আপনার বেশী কষ্ট লাগে এবং আপনার সক্ষমতাও আছে, তাহলে আপনি একটি ভালো চ্যানেল খুলুন... কিন্তু আপনি এই অশ্লীল চ্যানেলকে শক্তি প্রয়োগ করে বন্ধ করে দিবেন, এটা আপনার জন্য বৈধ হবে না। আইন এটাকে অনুমোদন করবে না! তা এই জন্য যে, সে যা কিছুই করবে এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল রুপ, যেখানে পবিত্র মানুষকে অপবিত্রতা বরদাশত করতে হয়। আর এটা তো প্রকাশ্য বিষয় যে, অবশেষে এই অপবিত্রতাই প্রচার-প্রসার লাভ করে থাকে। তাছাড়া দুর্গন্ধযুক্ত অপবিত্র স্থানে পবিত্র মানুষ কতক্ষণ থাকতে পারে? এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের আসল রুপ, যেখানে অকল্যাণের সামনে কল্যাণের হাতকে সম্পূর্ণরূপে বেঁধে দেয়া হয়! অথচ ইসলাম সম্পূর্ণ তার বিপরীত। কারণ, ইসলাম সমাজকে পবিত্র রাখার উপর তাগিদ প্রদান করে। কেননা, ব্যক্তি ও সমাজ সকলের দায়িত্ব হলো: তারা অসৎকর্মের রাস্তা প্রতিরোধ করবে এবং অশ্লীলতা ও নোংরামী যারা প্রচার-প্রসার করে তাদেরকে প্রতিহত করবে।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ!

অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কথা হচ্ছে: গণতন্ত্র পাশ্চাত্যের হোক বা প্রাচ্যের হোক, পাকিস্তানের হোক বা হিন্দুস্থানের হোক; তার মেরুদন্ড ও কেন্দ্র কিন্তু কখনো আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগী করা নয়, নয় আল্লাহ তা'আলার গোলামী করাও। বরং তা হচ্ছে: তাঁর পবিত্র সত্ত্বার গোলামীর স্থলে মানুষের গোলামী করা। এখানে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে প্রতাপশালী শ্রেনীর অভিলাষগুলো পূরণ করা। এক কথায় গণতন্ত্র হলো: لاالہ الاالانسان অর্থাৎ 'মানুষ ছাড়া কোন মাবুদ নাই' এর বাস্তব নমুনা। কেননা, এখানে মানুষরূপী শয়তানদের অভিলাষ ও কামনার ইবাদত করা হয়। অথচ ইসলামের মূল মর্মবাণীই হচ্ছে: মানুষ সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহ তা'আলার সামনে ঝুঁকে যাবে, আত্মসমর্পন করবে। এই কালিমা لاالہ الااللہ সেই সকল ইচ্ছা এবং সেই সকল অভিলাষ থেকে বিরত থাকার ওয়াদা, যা আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অপছন্দ।

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ.

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুযায়ী তাদের মাঝে বিচার নিষ্পত্তি কর। তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না(অর্থাৎ তাদের অভিলাষ এবং নাজায়েজ আকর্ষণের প্রতি ঝুঁকে যেও না)এবং তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, তারা তার কিছু হতে তোমাকে বিচ্যুত না করে।"(সূরা মায়েদা-৪৯)

মুহতারাম ভাইয়েরা আমার!

এটাই হচ্ছে ইসলামের আসলরূপ। এটাই হচ্ছে আল্লাহর দ্বীনের প্রকৃত স্বরূপ। যেখানে আল্লাহ তা'য়ালার বিধানাবলীর ক্ষেত্রে অজ্ঞ লোক ও সংকীর্ণমনা মানুষদের নাজায়েজ অভিলাষের উপর উৎসর্গিত হওয়া যায় না বরং সকল অভিলাষ মানুষের খালিক-সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালার সেই পবিত্র দ্বীনের অনুগামী হয়ে থাকে; যে দ্বীন শুধুমাত্র প্রজ্ঞা ও উপকার দান করে থাকে। এ সকল আসমানী হিদায়াতের বিপরীতে গণতন্ত্র ঘোষণা করে থাকে যে, মানুষদের বিষয়াবলী তাদের মর্জি মোতাবেক পরিচালনা কর। তাদের সকল বৈধ-অবৈধ অভিলাষের অনুগামী হও এবং সর্বদা সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখ যাতে তাদের কোন চাহিদার বিরোধিতা করা না হয়, যার কারণে তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়! বিষয়টা কেমন জানি এমন হয়ে গেল যে, আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হলে হোক কিন্তু তারা(জনগণ) যাতে অসন্তুষ্ট না হয়!! (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

আপনারা নির্বাচনে দেখেছেন যে, তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও টার্গেট কি ছিল? সাধারণ জনগণকে অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা কি তার উদ্দেশ্য ছিল? তাদেরকে সৎকাজের দিকে আহবান করা এবং সৎকাজের রক্ষনাবেক্ষনের নিমিত্তে উৎসর্গিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত করা কি উদ্দেশ্য ছিল? নাকি ভাল-মন্দ পার্থক্য করা ব্যতিরেকেই ভাল-মন্দ সকল ধরনের লোকদেরকে সন্তুষ্ট করা এবং তাদের সহযোগিতা হাসিল করার জন্যই এখানে সকল প্রয়াস ব্যয় করা হয়েছে?

মুহতারাম ভাইয়েরা আমার!

মহান রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা হলো-إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ অর্থাৎ আদেশ ও আইন একমাত্র আল্লাহর চলবে। কিন্তু এর বিপরীতে গণতন্ত্র ঘোষণা করেছে যে, ان الحكم إِلَّا للشعب অর্থাৎ আদেশ বা আইন শুধুমাত্র জনগণের চলবে! গণতন্ত্র বলে: People are the supreme power অর্থাৎ জনগণের অভিলাষ ও ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন চলবে! অধিকাংশ জনগণের অভিলাষ ও ইচ্ছা অনুযায়ী চলবে, যাদের (জনগণের) সরলতার অবস্থা হলো: যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী ভালভাবে জালিয়াতি করতে পারবে; তারা তার পিছনেই ছুটে চলবে। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের অধিকাংশ লোকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে।(তা এই জন্যে যে) তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।"

(সূরা আন'আম-১১৬)

এখন আপনি যদি একলক্ষ বার সংবিধানে আল্লাহর হাকিমিয়্যাত তথা হুকুমতের একটি ধারা লিখে দেন বা একলক্ষ বার এই নাপাক গণতন্ত্রের সাথে ইসলামী হুকুমতের আদান-প্রদান শুরু করে দেন, তাহলে বাস্তবে এটা কেমন হবে? তখন কার বিধানুয়ায়ী ফায়সালা করা হবে?

দুইটির মাঝে কোন ফায়সালাগুলোর একেকটি ধারাকে দলীল হিসাবে পেশ করা হবে? দলীল হিসাবে পেশ করার মত মর্যাদা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহর আছে কি? না, তাদের কাছে নেই! তা শুধু কতিপয় সেই সকল লোকদের জন্য-ই, যারা ভীতি প্রদর্শন, ধান্ধাবাজি ও ধোঁকাবাজির মাধ্যমে নিজেই নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করে এবং তথাকথিত জনগণের এই প্রতিনিধি যখন নির্বাচিত হন, তখন তার অভিলাষগুলোই গণতন্ত্রের 'পবিত্র' আইন হিসেবে প্রণয়ন করে থাকে!

অতঃপর প্রিয় ভাইয়েরা!

এখানে আরেকটি বিষয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তা হলো: গণতন্ত্রকে লক্ষ লক্ষ জনতার শাসন বলা হয়, অথচ কক্ষনো এটা জনগণের শাসন নয়, বরং বাস্তবতা হচ্ছে: গণতন্ত্র ঐ সমস্ত লোকদের ক্ষমতার নাম, যা জনগণকে ক্ষমতা, মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে দেয়। আপনি পাকিস্তানে দেখুন! এ সমস্ত ক্ষমতা দ্বীনের দুশমন সেনাবাহিনী এবং ধর্মহীন মিডিয়ার ধনী লোকদের হাতে বিদ্যমান রয়েছে। সেনাবাহিনীর অস্ত্রের শক্তি আর মিডিয়ার মিথ্যাচার ও জাদুর মত ক্ষমতা থাকার দরুন এই উভয়টি জনগণকে কাবু করে ফেলে। তাই এসেম্বলিতে যদি কোন সিট পাওয়া যায়, ক্ষমতার প্রাসাদের স্বাদ যদি কিছু দিনের জন্য ভোগ করতে হয় অথবা যদি কমপক্ষে ক্ষমতার মসনদে থাকতে হয়, তাহলে সেনাবাহিনী ও মিডিয়াকে সন্তুষ্ট রাখা জরুরী। আজ আপনাদের সামনে এসব কিছুই বিদ্যমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কে হয়েছেন? কিভাবে হয়েছেন? সেনাবাহিনীর অস্ত্র আর মিডিয়ার জাদুর মত ক্ষমতা ব্যতীত এই নাট্যমঞ্চ সাজানো কি সম্ভরপর ছিল? এই বাস্তবতা বুঝার পর;

সম্প্রতি পাকিস্তানে আমাদের রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইয়েরা সেনাবাহিনী ও ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়াকে সন্তুষ্ট রাখাকে নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য স্থির করে নিয়েছেন। আর এ কারণেই সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ অত্যাচার, ইসলামী শরীয়াহর সাথে তাদের শত্রুতার প্রচন্ড যুদ্ধক্ষেত্র অথবা ধর্মনিরপেক্ষ মিডিয়ার নির্লজ্জতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের ক্ষেত্রসহ সকল ক্ষেত্র বিদ্যমান থাকার পরও আমাদের রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইয়েরা এই শ্রেণীর লোকগুলির সাথে তাদের সন্তুষ্টির বহির্প্রকাশ করতে দেখা যায়!

প্রিয় ভাইয়েরা!

সম্প্রতি পাকিস্তানে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা ইসলামী জীবনাচারকে তার গোঁড়া থেকে উপড়ে ফেলছে এবং ইসলামের উপর সকল দিক থেকে আক্রমণ করে যাচ্ছে কিন্তু তাদের সম্মুখে আমাদের রাজনৈতিক দ্বীনি ভাইয়েরা মাথানত অবস্থায় নিজেদের পরিচ্ছন্নতা পেশ করছে! তারা ঐ সমস্ত ধর্মহীনদের সামনে এমনভাবে উজর-আপত্তি পেশ করে থাকে যে, নাউযুবিল্লাহ তাদের এই দ্বীনদারীর পরিচয় যেন মারাত্মক অপরাধের বিষয় যে, তাকে গোপন করার মাঝেই সফলতা নিহিত! তাদের প্রয়াস হচ্ছে: কিভাবে এই ধর্মনিরপেক্ষ ও দ্বীনের দুশমনেরা তাদেরকে নিজেদের পৃষ্ঠপোষক ভাববে অর্থাৎ যাদেরকে তাদের দাওয়াত দেয়া উচিত ছিল, যাদের অনিষ্টতাকে তাদের মুকাবিলা করা উচিত ছিল; আজ তারা তাদের থেকেই নিজেদের দাওয়াতকে লুকায়িত রাখে ও তাদের অসুন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাকে নিজেদের সফলতার পথ বলে বিবেচনা করে থাকে!! কিছুদিন পূর্বে এক দ্বীনি জামাতের প্রধানের কাছ থেকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান সাক্ষাৎকার গ্রহন

করে। সাক্ষাৎ গ্রহনকারী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন: সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতা কি? তখন সেই মুততারাম এভাবে জবাব প্রদান করেন যে, আমার জনগণের সমস্যা ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। বরং আমার জনগণের মৌলিক সমস্যা হচ্ছে: অসচ্ছলতা, বেকারত্ব এবং মৌলিক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকে বঞ্চিত হওয়া। হায় আল্লাহ! বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, একজন দ্বীনি নেতা এমন কথা কিভাবে বলতে পারেন!!! একটি সময় এমন ছিল, যখন ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার মোকাবিলা করাই দ্বীনি দলগুলোর প্রধান টার্গেট হত এবং তারা আল্লাহ তা'আলা থেকে দুরত্ব অবলম্বন এবং দ্বীনের দুশমনদের এই ক্ষমতাকেই অসচ্ছলতা, বেকারত্ব ও নিরাপত্তাহীনতার মূল কারণ হিসাবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা দেখুন! স্বয়ং দ্বীনি দলগুলোর প্রধানরা পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাকে একটি সমস্যা বলতেও নারাজ! এই কারণেই উল্লেখিত নেতার কাছ থেকে যখন পাকিস্তানে বিদ্যমান সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন "আইনের শাসন, সম্পদের সুষম বন্টন এবং দুর্নীতিমুক্ত সমাজ"!! বর্তমানে এই সমস্ত কথা-বার্তা সকল ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিই বলে থাকে। তাহলে এখন বলুন! দ্বীনি দল ও ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলির উদ্দেশ্যের মাঝে আর কোন মৌলিক পার্থক্য বাকি থাকলো কি?!

ভাইয়েরা আমার!

আফসোস লাগে! কারণ, একটা সময় এমন ছিল যে, যখন ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও ধর্মহীনতা খতম করাই আমাদের দ্বীনি দলগুলোর মূল টার্গেট হত। অথচ আজ এই গণতন্ত্রেরই ফলাফল যে, স্বয়ং আমাদের দ্বীনদার ভাইয়েরা ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের শিকারে পরিণত হওয়ার দৃশ্য

সামনে আসছে। আরো আফসোসের কথা হচ্ছে; এ জাতীয় সকল চাটুকারিতা দ্বীনের নুসরতের নামে চলছে! এ জাতীয় সকল বাতিল রাজনীতির জন্য "দাওয়াতি মাসলাহাত"অর্থাৎ 'দাওয়াতী স্বার্থ' পরিভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে! অথচ বাস্তবতা হলো: যে মাসলাহাতের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তার সাথে দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই!! এই স্থানে 'তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন'এর লেখক শহীদ মুফাসসির সায়্যিদ কুতুব রহ. এর কথা উদ্ধৃত করা ফায়েদা থেকে খালি হবে না, ইনশা আল্লাহ। তিনি শরীয়াহর সীমারেখা ও বিধিনিষেধ থেকে উর্ধ্বে উঠার এই দাওয়াতী মাসলাহাতের ব্যাপারে বলেন:

"দাওয়াতি মাসলাহাত"নামের এই পরিভাষা দাঈর নিজস্ব অভিধান থেকে মুছে ফেলে দেয়া উচিত। কেননা, তার মাধ্যমেই শয়তান আক্রমণ করে থাকে। তার মাধ্যমেই দাঈকে ফাঁসানো ও অধ:পতিত করা হয়। তার মাধ্যমেই শয়তান তাকে দাওয়াত ও দ্বীনের ফায়েদার নামে প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং লাভের রাস্তা দেখায়। পরবর্তীতে "দাওয়াতি মাসলাহাত"এমন একটা মূর্তিতে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, ফলশ্রুতিতে দ্বীনদার ব্যক্তিরা তার আরাধনা/পূজা করা শুরু করে। আবার কখনো কখনো সে প্রকৃত দাওয়াত ও সুস্পষ্ট মানহাযকে পর্যন্ত ভুলে যায়! দ্বীনের দাঈদের জন্য আবশ্যক হলো: দ্বীনের এই দাওয়াত তার আসল তরীকার সাথে জুড়ে দেওয়া; যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছে। তাদের উপর আরো আবশ্যক হলো: সে এই সুস্পষ্ট মানহাযের উপর দৃঢ় থাকবে। তবে তাকে এ দিকে লক্ষ্য রাখার কোন প্রয়োজন নেই যে, তার দাওয়াতের ফলাফল কি হবে? তা এই জন্য যে, এই গণতন্ত্রের রাস্তায় চলার দ্বারা সবচাইতে আশংকাজনক বিষয় হলো: দাঈ এর দ্বারা দাওয়াতের সহীহ মানহায

থেকে পথচ্যুত হয়। আর এই পথচ্যুতিই প্রকৃত ধ্বংসের কারণ হয়। চাই তা ছোট হোক বা বড় হোক অথবা অন্য যেকোন কারণেই হোক না কেন। কেননা, দাওয়াতের উপকারিতা ও অপকারিতা আল্লাহ তা'আলার কব্জায়। তিনি কোন দাঈকে এমন কোন উপকারিতা পৌছাঁনোর দায়িত্ব অর্পণ করেননি, যার হুকুম তিনি তাকে দেননি। বরং দাঈকে আল্লাহ তা'আলা একটি বিষয়েরই জিম্মাদার নিযুক্ত করেছেন এবং দায়িত্ব দিয়েছেন, সেটা হলো: দাওয়ার পথে সে যাতে প্রকৃত রাস্তা থেকে বিচ্যুত না হয়ে যায় এবং এক মূহুর্তের জন্যও যাতে প্রকৃত রাস্তা থেকে পৃথক না হয়ে যায়।"

প্রিয় ভাইয়েরা আমার!

গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে জড়িত ভাইয়েরা নিজেদের এই যাত্রার ক্ষেত্রে কিছু উপকারিতার কথা বলে থাকেন এবং কতিপয় কীর্তিকলাপও উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কি কীর্তিকলাপ! যদি ধরে নেয়াও হয় যে, তা কীর্তিকলাপ, তাহলে কি তার কারণ রাজনৈতিক নির্বাচন? এই বিষয়ের উপর সামনের পর্বে আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ।

وآخر دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِ العالمين. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.